আবারো দৃষ্টি আকর্ষন করছি

আমাদের বাংলাদেশীদের অতীব বন্ধু ও সুহৃদ বিপ্লব ও অর্নবের শেষদুটো লেখা পড়ে মনে হলো আবারও কিছু লেখা উচিত। আমাদের নিয়ে যাদের এতো ভাবনা, এতো ভালবাসা সেগুলোকে আমরা অসম্মান করি কি করে? নিজেদের এতো ব্যস্ততার ফাকেও তারা অহর্নিশি আমাদের কি করা উচিত তাই ভেবে চলছেন দিবারাত্রি। বাংলাদেশীরা গুরুজনদের সম্মান করে না এমন কথা তাদের শত্রুরাও বলতে পারবে না। তাই বিপ্লব এবং অর্নবের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা নিয়েই লিখছি।

বিপ্লব আপনিও আবারো প্রমান করলেন যে কোলকাতা শহরটাই শুধু পুরনোই নয়, সেখানকার লোকজন ও এখনও সেই পুরনো দিনেই বসবাস করছে। নইলে আপনি অবশ্যই জানতেন, এ সময়ের বংলাদেশের আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত চলচিত্র নির্মাতা মোর্শেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল কিংবা তারেক মাসুদ এর কথা। যারা শরৎচন্দ্র এবং সত্যজিত রায়ের সময়কে পেছনে ফেলে অনেক দুরে এগিয়ে আছেন আজকের সময়ে। যাদের ছবির প্রদর্শনী হরদম হচ্ছে ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, ক্যানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে। আরেকটু পিছনেই গেলে চোখে পড়তো আলমগীর কবীর এর মত চলচ্চিত্রের নান্দনিক ভাষা নিয়ে অনবরত পরীক্ষায় লিপ্ত এক শৈল্পিক নির্মাতার হৃদয় ছোয়া বুদ্ধিদীপ্ত ছবিগুলি। মন মাতাতে পারতেন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং দেশপ্রেমিক এক চলচ্চিত্রকার এবং ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেওয়া"র মত অসামান্য চলচ্চিত্রের শিল্পরসে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে পারতেন একজন জহির রায়হান কিভাবে ক্যামেরা দিয়ে সত্যিকারের যুদ্ধের ময়দান থেকে তৈরি করতে পারে স্টপ জেনোসাইডের মত যুদ্ধবিরোধী মানবিক ছবি। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা যুদ্ধের ডামাডোলে হারিয়েছি জহির রায়হানকে। অকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আলমগীর কবির যে দু,জনের ক্ষমতা ছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্বদরবারে হাজির করার তাদেরকে অসময়ে হারিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র কিছুটা থমকে দাড়িয়েছে সত্যি, কিন্তু তারপরও আমরা পেয়েছি শেখ নিয়ামত আলীকে। যার পরিচালনায় "সুর্য দীঘল বাড়ী" আর "দহন" এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচিত্র তৈরী হয়েছে। তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেল আর মোর্শেদুল ইসলামকে নিয়ে এখন আমাদের স্বপ্নের পরিধি বিস্তৃত। আমরা আপনাদের অপর্না সেন থেকে শুরু করে শেখর দাস পর্যন্ত খবর রাখি। আপনারা কি খবর রাখেন আমাদের তারেক, তানভীর কিম্বা মোর্শেদদের। সময়ের পথের পাচালীর সাফল্য আজও নষ্টালজিক পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালীরা ভুলতে পারেন নি। উন্নাসিক ভারতীয় বাঙ্গালীরা এ্যামেরিকানদের মতো নিজের বাইরের দেশের খবর খুব একটা রাখেন না এটা বিপ্লব আপনার লিখা পড়েই আবার নিশ্চিত হলাম। নইলে জানতেন বাংলাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তী হুমায়ুন আহমেদ কে নিয়ে জাপান টেলিভিশন এনএইচকে পনর মিনিটের একটি ডকুমেন্টরী প্রচার করেছে **"হু ইজ হু ইন এশিয়া'** শিরোনামে। মহাশ্বেতা দেবী আমার নিজেরও খুব পছন্দের লেখিকা। তার প্রতি সম্পুর্ন শ্রদ্ধা রেখেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এ ধরনের কোন প্রোগাম কি উনাকে নিয়ে হয়েছে ? আমাদের দেশে হয়তো মহাশ্বেতা দেবী জন্মাননি, কিন্তু জন্মেছেন সেলিনা হোসেন, রাবেয়া খাতুন, তাসলিমা নাসরীন এবং নাসরীন জাহানেরা। কর্ম এবং গুনেমানে এরা কেউই কম যান না। আমাদের হয়তো সমরেশ, সুনীল কিম্বা শীর্ষেন্দু নেই কিন্তু আছেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শহিদুললাহ কায়সার, আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস, আবুল কালাম শামসুদ্দীন। পড়ে দেখতে পারেন এদেরকে, চিন্তা চেতনা মননশীলতা বা সাহিত্যমানে খুব একটা পিছিয়ে নেই তারা সেটা

পড়লেই বুঝতে পারবেন। আমাদের শামসুর রাহমান বা নির্মলেন্দু গুন কি আপনাদের শক্তি বা সুনীলের চেয়ে খারাপ মানের কবি। যদি ভেবে থাকেন তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন জানবেন। একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন মুহাম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন গুলো। দেখবেন বাংলা সাহিত্যের সায়েন্স ফিকশনকে কোন স্তরে নিয়ে গেছেন এই শক্তিমান লেখক। তার অন্য দিকগুলোর কথা না হয় উল্লেখই করলাম না। বিপ্লব তো বাংলাদেশের বিখ্যাত কাউকেই খুঁজে পান না। জয়নুল আবেদিন, এফ আর খান বা পার্থপ্রতিম মজুমদারদের নাম যে তিনি জানেন না তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

তবে আপনার সাথে আমি কিছু কিছু ব্যাপারে একমত। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অন্যতম প্রধান উপাদান। নইলে এই আপনার কোলকাতাকেই চেয়ে দেখুন না, বাসুদেব ভট্টাচার্য থেকে বিপাশা বসু, বাপ্পী লাহিড়ি থেকে শান্তনু মজুমদার সবাই মুম্বাইতে পাড়ি দেয়ার সুযোগের জন্য দু'পা বাড়িয়ে থাকেন। প্রতিভা আছে বলেই তারা মুম্বাই উড়ে যাচ্ছে আর যারা দৌড়ে হেরে যাচ্ছে তারাই থেকে যাচ্ছেন ধ্যারধ্যারে কোলকাতায়। আপনি নিজেই আপনার এক লেখায় হিন্দীর আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটাই বলছিলাম আমি আগের লেখায়। একটা স্বাধীন দেশ তার মাতৃভাষাকে, নিজের সংস্কৃতিকে যা দিতে পারে একটা গরীব, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সংস্কৃতি তা কখনই দিতে পারে না। আর আমি এও উল্লেখ করেছি যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের কোন ভৌগলিক সীমা রেখা থাকে না। আমিও বলছি কবি জসীমউদ্দিন যে দেশেই জন্মাতেন সে দেশেই এই সম্মান পেতেন কিন্তু যারা বাঙ্গাল ভাষা ঠিকমতো বোঝে না, তারা হয়তো পল্লীকবির সাহিত্যরস আস্বাদন করতে পারতেন না তাই তাদের দেশ থেকে কবিকে উদ্ধার করে জাপান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়তো এতো সহজ হতো না। তাই নয় কি বিপ্লব?

'Brithish Accent English' আর American Accent English' পাশাপাশি চলে আসছে বহু সময় ধরে। তাদের মধ্যেও ভাষা, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার লড়াই সবর্জন বিদিত কিন্তু উন্নাসিক ভাব নেই মোটেই। একজন ম্যাডোনার নাম যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সবাই জানে যেমন একজন মিস্টার বীনকে ঐ দু'দেশের সবাই চেনে। তবে কোলকাতার সবার মাঝেই (আমি আমার ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যেও দেখেছি) পুরনোকে আকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা অনেক বেশী কাজ করে। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তাদের নিদারুন অনীহা। যেটুকু জ্ঞান তা মুলত শুনে শুনে, এবং তাও ভাল কিছু না। নেতিবাচক ধারণাটাই প্রবলভাবে বিদ্যমান অন্তরের মধ্যে। আর তাতেই তারা ধরে নেন যে এক একজন বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। নিজের চোখে বাংলাদেশকে দেখলে আমার ধারণা তাদের অনেকের কাছেই হয়তো অনেক অন্যরকম লাগবে। অর্নব দত্ত তার এক লেখায় ইয়াহু চ্যাট রুমের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে কবিসভা তাদের মতো বাংলাভাষা নিয়ে আলোচনা করে। আমি উনার মতো বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে এধরনের ছেলেমানুষী উদাহরন আশা করিনি। ইয়াহু চ্যাট রুম শুধু নয় পৃথিবীর প্রত্যেক জায়গায় সমার্থক ভাবনার কিছু লোক মিলে একটি গ্রুপ তৈরী করে এবং তাতে নিজেদের মত এবং আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এরমানে কি যে এই দশ/বিশ জনের একটা গ্রুপ সমগ্র জাতিকে বা তার সংস্কৃতিকে তুলে ধরে? শুনুন অর্নব এ্যামেরিকার জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল "বোলড এন্ড বিউটিফুল" দেখে যেমন সত্যিকারের এ্যামেরিকার পারিবারিক মুল্যবোধের হদিস পাওয়া যাবে না, তেমনি ইয়াহু চ্যাট রুমের বাংলা আলোচনা শুনে বাংলাদেশে বাংলাভাষার অবস্থান আর তুলনা পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের অফিস-আদালতে কাজের জন্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যবহারের জন্য **"প্রমিত ভাষা" বা Standard language** আমাদেরও আছে। তারজন্য আমরা প্রতিবেশী দেশের উপর নির্ভরশীল নই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলা বিভাগ এবং বাংলা একাডেমী এই কাজে সবর্ক্ষন সজাগ আছেন। আপনি জানেন না যে আমরা

আমদের দৈনন্দিন কাজে কোন ভাষা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের চ্যানেল আই এর প্রোগ্রামের ভাষাগুলো আপনার কাছে কৃত্রিম না লেগে আসল লাগত। নিজের অজ্ঞতার জন্য অন্যদেরকে উপহাস করা অনেকটাই আবার সেই ঝোপে মাথা লুকিয়ে কেউ আমায় দেখছে না ভাবা হরিনের গল্প মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা নেই ভাল কথা কিন্তু সেটা যদি মেনে নিয়ে আপনারা চুপ থাকতেন তাহলে সমস্যা হয়তো এতো প্রকট হতো না। কেউ যদি জানতে না চায় সেটা তার অজ্ঞতা, কিন্তু কিছু না জেনেই উলটাপালটা নেতিবাচক মন্তব্য করে আমাদের অনুভুতিকে আঘাত করাটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে যায়। আমরাতো গায়ে পড়ে আপনাদের বলছিনা ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে পড়ে আছেন কেনো, কিম্বা হিন্দির তোড়েতো বাংলা ভাষা ভেসে যাওয়ার দশা কাজেই আমাদের মতো ভাষার মর্যাদা রাখতে রাজপথে জীবন দিন। কাজেই আমাদের বিষয়ে আপনাদের নাক না গলালেও চলবে। থাকুন না আপনারা আপনাদের ভারতমাতাকে নিয়ে, আমরা কোন ধরনের ঝামেলা করবো না। আমাদেরকে দয়া করে আমাদের মতো থাকতে দিন। বাংলাদেশী হিসাবে যথেষ্ট গর্ব এবং অহঙ্কার নিয়েই আমরা বেঁচে আছি, তা সে যতই বাংলাদেশকে বাইরের কাউকে পরিচয় করাতে গিয়ে বলতে হোক না কেনো ইন্ডিয়ার পাশে।

তবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি দেখে অর্নব আপনার গর্বিত হওয়ার কোন কারণ দেখিনা। আপনার দেশের বলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসছি না তিনি আমাদের জেনে এবং মেনেই তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। প্রথম কথাতো বটেই কবি কোন দেশের সম্পত্তি হতে পারেন না। দ্বিতীয় ব্যাপার হলো কবিগুরু বেচে থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন তিনি কোন দেশে সেটেল হবেন কারণ বজরায় চড়ে কবিতা লেখাতো আর কোলকাতায় বসে সম্ভব হতো না। তবে তিনি যখন মারা যান দুর্ভাগ্যবশত তখন স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি হয়নি, বাংলাদেশতো বহু দুরের কথা। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে এককভাবে ভারতীয় কবি বানানো তাকে শুধু শুধু অপমানই করা। তিনি বেচে থেকে যদি বাংলাদেশকে বলতেন যে তার গান জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নেওয়া যাবে না তাহলে না হয় কথা ছিল। শুধু কবিগুরুই নয় সত্যজিত রায়, যামিনী রায়, সুভাস বসু, সৌরভ গাঙ্গুলী, সুচিত্রা সেন সবাইকেই আমরা ভালোবাসি তারা গুনীজন বলেই, আপনার দেশের বলে নয়। গুনীজন সর্বকালের সর্বযুগের তাদের নিয়ে একপেশে ভাবনা বদ্ধ মনেরই প্রকাশ। তবে অর্নব আপনাকে বলছি মুক্তমনার একজন লেখকের কাছ থেকে গুনীজনদের নিয়ে এই দুবাংলার টানাটানির মতো ক্ষুদ্রমনের ব্যাপার আশা করিনি। বিপ্লব আপনাকে আর আপনি বিপ্লবকে সমর্থন করছেন খুব ভালো, আপনারা দেশী ভাই এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে অন্যদের গাল দেবেন কেনো? কোলকাতার সাহিত্যিকরা বাংলাদেশে যে ভালোবাসা, সম্মান, বানিজ্য পান নিজ দেশে তারা তা পান না। এটা আমার কথা নয়। তারা নিজেরাই এই বাংলাদেশে এসে স্বীকার করে গেছেন। সেই জন্যই সুনীল গাঙ্গুলী প্রতি বছর ফেব্রুয়ারীতে নিয়ম করে ঢাকা এসে বসে থাকেন বইমেলায় ভক্তদের অটোগ্রাফ দেয়ার জন্য। অন্যকে মানুষ তখনই গালাগালি করে যখন নিজে দুর্বল থাকে। আপনি কেনো আমাদের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন না? এটাতো মুক্তমনার পরিচয় মোটেও নয়। ঠিক আছে মানলাম শ্রদ্ধা করা না করা আপনার মনের ব্যাপার, আপনি হয়তো ক্ষুদ্রমনা কিন্তু ভদ্রতা বলেওতো একটা ব্যাপার আছে নয় কি? আমরাতো জানতে চাইনি আপনার কাছে কি আমাদের আপনার ভালোলাগে আর কি লাগে না? আগ বাড়িয়ে জানাচ্ছেন কেনো? মানুষ যা ভাবে তার অনেক কিছুই ভদ্রতার কারণে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু অর্নব বোধহয় সেই সৌজন্যতার ধার ধারেন না। সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ গিলে খেয়ে হেমন্ত, মান্না, কিশোর এর ভক্ত হয়ে আমরা কুয়োর ব্যাঙ, আর আপনারা কিছু না জেনেই নিজেদের সবজান্তা ভাবছেন, বাহ বেশ মজাতো। একেই বোধহয় বলে "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল"।

মানুষ যখন পরাজিত হয় তখনই তার মধ্যে সঙ্কীর্নতা আর হীনমন্যতা জন্ম নেয়। আর হীনমন্যতারই উগ্র বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে উন্নাসিক আচরন। একসময় পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সব কিছুতেই এগিয়ে ছিল পুর্ব বাংলার থেকে যোজন যোজন। পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীরা পুর্ববঙ্গীয়দের পুরোপুরি বাঙ্গালী বলে স্বীকার করতেন না, অবজ্ঞার সাথে বলতেন বাঙ্গাল। কালের পরিক্রমায় সেই বাঙ্গালরাই অজস্র আন্দোলন সংগ্রাম আর সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে বাঙ্গালীদের গর্বিত এক নিজস্ব আবাসভুমি। যেখানে স্বাধীনতার সাথে সাথে জোয়ার এসেছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর শিল্পের। একই ভাষায় কথা বলা তাদের পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালী দাদারা এক সময় যাদেরকে বাঙ্গালী বলেই স্বীকার করতেন না, আজ তারা সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বাঙ্গালীর দীপ্ত অহংকার নিয়ে। আর যারা নিজেদেরকে ভাবতেন আসল বাঙ্গালী তারা পড়ে আছেন বিশাল ভারতের একপ্রান্তে অনাদর আর অবহেলায়। এটা হজম করা বড় কষ্ট। শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে নির্ঘাত আত্মঘাতী হতেন এ কথা বলা যায়। কাজে শরৎচন্দ্রের উত্তরসুরী বিপ্লব আর অর্নব যে হীনমন্যতাপ্রসূত উন্নাসিক আচরন করবেন সেটাই স্বাভাবিক। হায়রে ভাগ্যের ফের একসময় নিজেদেরকে বাঙ্গালী ভেবে যারা অন্তরে প্রবল সুখ অনুভব করতেন আজ তারা ভুগছেন পরিচয় সঙ্কটে। ভারতীয় না বাঙ্গালী হবেন এই দ্বিধাদ্বন্দে তাদের সার্কিটে গোলমাল দেখা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বাঙ্গালী হলে ভূভারতে পাত্তা পাওয়া যায় না, আবার ভারতীয় হলে বাঙ্গালীত্ব থাকে না, এ যেন উভয় সঙ্কট, শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা। মুম্বাইয়ের ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে যে সমস্ত বাঙ্গালী কাজ করেন তারা হাড়ে হাড়ে জানেন তাদের বাঙ্গালী পরিচয় কতটা দুর্বিসহ, কতটা ক্ষতিকর তাদের পেশার জন্য। বাঙ্গালী শুনলেই মুম্বাইতে কেউ কাজ দিতে চায় না। তাইতো জোজো, শান, অভিজিৎ, কাজলের পদবি কেউ জানে না। পদবী গোপন করে তারা তাদের বাঙ্গালীত্ব লুকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদের আচরনও এই দ্বিধাদ্বন্দের উর্ধ্বে নয়। যখনি বাংলাদেশের ঘাড় মটকানোর দরকার হয় তখনি উনারা হয়ে যান এক একজন বুকের ছাতি ফোলানো গর্বিত ভারতীয়। আর যখনি ঠেঙ্গানি খান (যেটা প্রায়শই খান উনারা) অন্য কোন প্রদেশ বা কেন্দ্রের কাছ থেকে তখনি হারিয়ে যাওয়া বাঙ্গালীত্ব জেগে উঠে আর এপার বাংলা আর ওপার বাংলা এক হওয়ার জিগির তোলেন। কিন্তু যখনি বলা হয় আসুন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখনি তারা শিউরে উঠেন আর একেবারে একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরে আবার ভারতীয় হয়ে যান। আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাদেরকে ওপার বাংলা ওপার বাংলা করবেন না। আমরা আপনাদের মত কোন দেশের প্রদেশ না, মাথা উঁচু করা স্বাধীন দেশ একটা। আমাদের দেশের একটা অপুর্ব সুন্দর নাম আছে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কেনা, সেটা দিয়েই ডাকবেন আমাদেরকে।

বিপ্লব / অর্নব আশাকরি এর পরের বার আমার নামের শুদ্ধ বানান লিখবেন। নিজেদের নাক উচু মনোভাবের জন্য আরেকজনের পৈত্রিক নামটাই গুবলেট করে ফেলবেন না যেনো। পরিশেষে আমাদের নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তানবীরা তালুকদার
৩০।০৪।০৬